ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

আল আসমা-উল হুসনা

(আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ)

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

" এবং আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম নামসমূহ অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে"

(সূরা, আ'রাফ ৭ঃ১৮০)

«إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **"আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে; এক কম একশ, এবং যে এগুলোকে মুখস্ত করবে (এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযয়ী কাজ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।"**

(বুখারী হা/২৭৩৬ এবং মুসলিম হা/২৬৭৭)

সংকলনে-

ইবনু 'আবেদীন

[আল কুরআন এবং সাহীহ সুন্নাহর আলোকে একটি অন্যতম সংকলন]

প্রাথমিক কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নাফ্সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না।

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানব জাতিকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

"অতপর যখন তোমাদের নিকট আমার নিকট থেকে হিদায়াত পৌছবে , যারা আমার হিদায়াতের অনুসরন করবে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ৩৮)

আল্লাহর তরফ থেকে সে হিদায়াত নিয়ে নাবী-রাসুলগন এই যমীনে এসেছিলেন, তাদেরকে যা দিয়ে তিনি পাঠিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

অর্থঃ **"আমি তোমার পুর্বে এমন কোন রাসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"** (সূরা, আম্বিয়া ২১:২৫)

সুতরাং সমস্ত নবী-রাসূলগনের আহ্বানের কালিমা ছিল একটাইঃ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّـٰهُ -আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল মানুষকে এই নির্দেশ দিবার জন্য-

"আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সূরা, নাহল ১৬ঃ৩৬)

সুতরাং সব নাবী রাসুলগন তাদের কওমের কাছে এসেছিলেন তাগুত তথা আল্লাহ ব্যতীত সকল মিথ্যা মা'বুদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এককভাবে আল্লাহর দিকে তাদের কাওমকে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রায় সবাই কম বেশী আল্লাহকে জানত কিন্তু তাদের এ জানার মধ্যে পূর্নতা ছিল না, সে জন্যই তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক করত অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের ইবাদত করত। সুতরাং সকল মিথ্যা মা'বুদের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে, আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান প্রচেষ্টা। এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আল্লাহকে জানা প্রয়োজন।

আল্লাহর ব্যাপারে জানাকে সমস্ত জ্ঞানের মূল, ভিত্তি এবং উৎস বলা হয়। এ ব্যাপারে অজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুর্খতা তথা জাহালত। এ ব্যাপারে জান না জানার মধ্যেই বান্দার সফলতা ও ব্যর্থতা।। ইবনুল কাইয়্যেম (রহ:) তার কবিতার মাধ্যমে বলেন,

"জ্ঞান হচ্ছে তিন প্রকার, যার ৪র্থ কোন প্রকার নেই

একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহের নাম, গুনাবলী এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানা,

এবং আদেশ ও নিষেধ সমূহ সম্পর্কে জানা যা হচ্ছে তাঁর দ্বীন,

এবং সাক্ষাত দিবসে তিনি কি জাযা দিবেন (তা জানা) ।”

এই লক্ষ্যেই আমরা **“আল আসমাউল হুসনা”** কে সংকলন করেছি । এর সংকলনের ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি এ পর্যন্ত আমাদের জানামতে সর্বোত্তম রচনাগুলোকে একত্রিত করে উত্তমভাবে উপস্থাপনের, যতটুকু তিনি আমাদের তাওফীক্ব দিয়েছেন । এই কিতাবে যা কিছু ভাল এবং উত্তম সম্পাদিত হয়েছে তা আল্লাহর তরফ থেকে, এ জন্য প্রসংশা শুধূ তাঁরই প্রাপ্য, আর যদি খারাপ কিছু থেকে থাকে তবে তা আমার দূর্বলতা এবং কমতির কারনে । আমরা তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাদের কর্মের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ।

ইবনু ‘আবেদীন

কিতাবটি সংকলনের সময় যেসব কিতাব থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে-

১. জামি‘য়ূল বায়ান- তাফসীরে ইবনে জারীর আত তাবারী (রহঃ) ।
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর (রহঃ) ।
৩. তাইসীরুল কারীমির রাহমান- তাফসীর আস্-সা’দী (রহঃ) ।
৪. তাফসীরে বাগাওয়ী (রহঃ) ।
৫. মাজমুউল ফাতাওয়া- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ।
৬. আন্-নুননিয়্যাহ - ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এর কবিতা ।
৭. আর-রাদ ‘আলা আল-জাহমিয়্যাহ- ইমাম আহমাদ (রহঃ) ।
৮. শা’ন উদ-দোয়া- আল খাত্তাবী (রহঃ) ।
৯. বাদিউল ফাওয়াইদ- ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) ।
১০.তাফসীর আসমা লিল্লাহিল হুসনা- আল জায্যায (রহঃ) ।
১১. আল হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ ফি ক্বিওয়ামিস সুন্নাহ- আল আসবাহানী (রহঃ) ।
১২.আত তাওহীদ- ইবনে মানদাহ (রহঃ) ।
১৩.আন নিহাইয়া- ইবনু আসীর (রহঃ) ।
১৪.তাফসীর গারিবীল কুর‘আন- ইবনে কুতায়বা (রহঃ) ।
১৫.আল মুফরাদাত- আর রাগিব (রহঃ) ।
১৬.লিসা’নুল আরাব- ইবনু মানযুর (রহঃ) ।
১৭.আল হাক্কউল ওয়াদিউল মুবীন- আস’সাদী (রহঃ) ।
১৮. ***The Beneficial Elementary Principles in Tawheed, Fiqh, and 'Aqeedah***, by ***Ash-Shaykh Abee 'Abdir-Rahmaan Yahyaa bin 'Alee Al-Hajooree***, translated by abi Abdul Jalil
১৯. এছাড়া শাইখ মুহাম্মদ (রহঃ), ইবনু উসাইমিন, বিন বায, বিলাল ফিলিপস, সালেহ আল মুনাজ্জিদ, দাউদ বুরবানক্, আলী আব্দুল ক্বাদির আল সাকাফ, আবু সারাসহ সমসাময়িক অনেক স্কলার এবং লেখকদের লেখনী থেকে ।

সূচীপত্র

১.	আসমাউল হুসনা এবং এ ব্যাপারে জানার মহত্ব, গুরুত্ব,মর্যাদা এবং ফাযীলাত---	৫
২.	আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম ও গুনাবলী সমূহে কিভাবে ঈমান আনতে হবে---	৭
৩.	আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি? ---	৯
৪.	আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম ৯৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা?-	৯
৫.	আসমাউল হুসনা তথা ৯৯ নামের বিখ্যাত হাদীসটির ব্যাপারে---	১১
৬.	নাম সমূহ নির্ধারন এবং অনুবাদের ব্যাপারে---	১২
৭.	আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দরতম নাম---	১৩
৮.	আল্লাহর নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের মৌলিক দাবী সমূহ---	৩৩

আসমাউল হুসনা এবং এ ব্যাপারে জানার মহত্ব, গুরুত্ব, মর্যাদা এবং ফাযীলাত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

" এবং আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম নামসমূহ (the Most Beautiful Names), অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তারা যা করত, শীঘ্রই তাদেরকে তার বিনিময় দেয়া হবে ।" (সূরা, আ'রাফ ৭ঃ১৮০)

নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **বলেছেন,**

(إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) .

"আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে; এক কম একশ, এবং যে এগুলোকে মুখস্ত করবে (এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযয়ী কাজ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী হা/২৭৩৬ এবং মুসলিম হা/২৬৭৭)

সুতরাং যে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ মুখস্ত করবে, এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, এর অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্যও এটি যে আল্লাহ সম্পর্কে জানা, মহান আল্লাহ বলেন,

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَا

"আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এর অনুরূপ যমীনও, এসবের মধ্যে নাযিল হয় তাঁর আদেশ; যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সব কিছুকে আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।" (সূরা, আত্-ত্বালাক্ব ৬৫ঃ১২)

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, "এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সবচেয়ে মহান, উন্নত, মর্যাদাময় জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর ব্যাপারে জানা, তাঁর নাম, গুনাবালী এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানা। এটিই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের মূল এবং উৎস। সুতরাং যে আল্লাহকে জানবে সে বাকি সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানতে পারবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে সমস্ত কিছুর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

" তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং ফলস্বরুপ আল্লাহ তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন, তারাই হচ্ছে ফাসিক্ব (পাপাচারী) । (সূরা, হাশর ৫৯ঃ ১৯)

আয়াতটি লক্ষ্য করুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অর্থবহন করছে, যে তার রাব্ব আল্লাহকে ভূলে যাবে, সে অবশেষে আত্মবিস্মৃতদের অন্তর্ভূক্ত হবে, সে তার জীবনের সফলতার পথ হারাবে, সে হবে বন্য জানোয়ার বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট । সে তার ফিতরাত যার উপর তাকে তৈরী করা হয়েছিল এ ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে গিয়ে তার রাব্বকে ভূলে যায় । ফল স্বরুপ তাকে আত্মভোলা করা হয়, ভুলিয়ে দেয়া হয় তার আত্মা, এর বৈশিষ্ট্য, এর পরিপূর্নতা, কিসে তা পবিত্র হয় এবং এটি শান্তি লাভ করে এসব কিছু । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"এবং আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরন থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং সে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরন করে ও তার কাজ-কর্ম সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ।" (সুরা, কাহফ ১৮ঃ২৮)

সে তার রাব্বকে ভুলে যায়, ফলে তার সবকিছুকে সে হারায় । কিসে তার প্রকৃত কল্যান তা সে বুঝতে পারে না, তার আত্মা হয়ে পরে বিভক্ত, পরাজিত, সন্দিহান এবং পথভ্রষ্ট ।

আল্লাহকে জানা এটা সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি, এটা বান্দার সফলতা, পরিপূর্নতা, দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্নতার ভিত্তি । সুতরাং তাঁকে (আল্লাহকে) জানা তার জন্য সফলতা ও শান্তি, আর তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞতা হচ্ছে নিদারুন ক্লেষ ও যন্ত্রনা ।

বান্দার আত্মা ও জীবন-জীবিকার জন্য এর চেয়ে উত্তম, সুমিষ্ট অথবা আরামদায়ক ও উন্নত কিছু নেই যে তার স্রষ্টাকে ভালবাসা, তাকে সবসময় স্মরন করা এবং তাকে খুশী করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা ।'' (মিফতাহ দার আস্ শাহাদাহ ১/৮৬ থেকে সংক্ষেপ করে বর্ননা করা হয়েছে)

আল্লাহর ব্যাপারে জানা এজন্য সবচেয়ে মহৎ যে, জ্ঞানের মহত্বতা নির্ধারন করা হয় কি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা হয় তার উপরে, এখানে যেহেতু জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হচ্ছেন ''আল্লাহ" সে জন্য এটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান । এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে একজন বান্দা নিজেকে নিয়োজিত করা, যথাযথভাবে তা অধ্যয়ন করা যেভাবে মানানসই এবং এ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বান্দার প্রতি । কারন রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা যথাযথ ও পরিষ্কার ভাবে বর্ননা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন, সাহাবারা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ইখতিলাফ করেন নি যেমন অন্য কিছু কিছু আহকামের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ছিল ।

এজন্যই রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন, যে মানবজতিকে সমস্ত শিক্ষা এবং দাওয়ার শুরু করা 'আল্লাহর' ব্যাপারে জানার মাধ্যমে । মুয়ায (রা) কে যখন তিনি ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, তখন

বলেছিলেন, " **নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি প্রথমে তাদেরকে দাওয়াত দিবে এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, যখন তারা আল্লাহর ব্যাপারে জানতে পারবে, তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ তাদের প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ ফারদ করেছেন---- ।**" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এ ব্যাপারে জানার জন্য,

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

"**তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।**" (মুহাম্মদ ৪৭:১৯)

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, নাবী-রাসুলদের দাওয়াতের মূল চাবি, তাদের দাওয়ার সার নির্যাস হচ্ছে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর নাম, গুনাবলী এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানা, কারন এটা হচ্ছে ভিত্তি যার উপরে অন্য সমস্ত দাওয়া, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্মিত। (Al-Sawaa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahamiyyah wa'l-Mu'attilah by Ibn al-Qayyim, 1/150-151)

অধিকন্তু, একজন সাহাবী যাকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি সেনাবাহীনির অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলেন, যিনি সলাতে অন্য কির'আতের সাথে সূরা ইখলাস পড়ছিলেন, এব্যাপারে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানানো হলে, তিনি তাকে এরূপ করার কারন জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন, **'এ সূরাতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুনাবলী বর্ননা করা হয়েছে, তাই আমি এ সূরা তিলাওয়াত করতে ভালবাসি।'** রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, **'তাকে অবহিত কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহও তাঁকে ভালবাসেন।'** (হাদিসটি বুখারীতে ও মুসলিমে বর্নিত হয়েছে)

সুতরাং যে আল্লাহ প্রশংসা ও গুনাবলী পাঠ করে, তিনি তাদেরকে ভালবাসেন, আর এজন্যই তো তিনি তাদেরকে জান্নাত দিবেন। আল্লাহকে জানলে একজন বান্দা তাঁকে ভালবাসে ও ভয় করে এবং তাঁর কাছে আশা করে, আল্লাহর প্রতি সে মুখলিস (একনিষ্ঠ) হয়। আল্লাহকে জানার এছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম নাম এবং গুনাবলীসমূহ জানা এবং এগুলোর অর্থ জানার চেষ্টা করা ব্যতীত।

সুতরাং যখন একজন বান্দা নিজেকে নিয়োজিত করে আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীকে জানার ব্যাপারে, সে তার নিজেকে নিয়োজিত করে এমন কাজে যার জন্য সে সৃষ্ট, যদি সে এ ব্যাপারে উপেক্ষা করে এবং অলসতা করে তাহলে সে এমন বিষয়কে অবহেলা করল যার জন্য সে সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দানের অর্থ হচ্ছে একমাত্র ইলাহের ব্যাপারে জেনে-শুনে স্বাক্ষ্য দেয়া তাঁর নাম এবং গুনাবলীর মাধ্যমে। বান্দা এ ব্যাপারে যত উত্তমভাবে জানবে তত তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম ও গুনাবলী সমূহে কিভাবে ঈমান আনতে হবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম ও গুনাবলী সমূহে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি ওয়াজিব (ফারদ) হচ্ছে তিনি কুরআনে ঠিক যেভাবে বলেছেন এবং তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিশ্চিত

করেছেন ঠিক সেভাবে ঈমান আনা, কোন প্রকার তাহরীফ (শব্দ এবং অর্থের কোন প্রকার বিকৃতি) না করে, তা'তীল (গুনাবলীর ব্যাপারে বিভেদ ও অস্বীকার) না করে, তাকী-ফ (প্রশ্ন করা, কিভাবে) না করে এবং তামছীল (সাদৃশ্য) না করে। সাথে সাথে এটাও ওয়াজিব তাঁর নামের অর্থ সমূহের প্রতি যেভাবে তিনি বর্ননা করেছেন, যেভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের সাথে খাপ খায় সেভাবে ঈমান আনা, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর গুনাবলীর বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য না করে। সুতরাং তাঁর আসমা ওয়াস সিফাতে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে শর্তাবলী হচ্ছে-

১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব বজায় রাখার প্রথম শর্ত হ'ল, কোরআন এবং সাহীহ হাদিসে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া যাবে না। যেহেতু আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন এবং তিনি তাঁর রাসুলকে শিক্ষা দিয়েছেন ।

২) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর এককত্ব এর দ্বিতীয় শর্ত হ'ল আল্লাহর উপর কোন নতুন নাম ও গুণাবলী আরোপ না করে তিনি নিজেকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই তাঁকে উল্লেখ করা। উদাহরণস্বরূপ, যদিও তিনি বলেছেন যে তিনি রাগ করেন তথাপি তাঁর নাম আল্-গাদিব (রাগী জন) দেয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বা তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেউ এই নাম ব্যবহার করেননি।

৩) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এককত্বের তৃতীয় শর্ত, আল্লাহকে কখনোই তাঁর সৃষ্টির গুণাবলি দেয়া যাবে না। সৃষ্টির গুনাবলীর সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না। আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে কোরআনের আয়াতকে মৌলিক নিয়ম হিসাবে অনুসরণ করতে হবে। যেমন তিনি বলেছেন,

"কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ-শূরা ৪২ঃ ১১)

৪) চতুর্থ শর্ত, মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা।

৫) আল্লাহর নামের এককত্ব বজায় রাখার আরও অর্থ হ'ল যদি নামের আগে আব্দ' (অর্থ দাস অথবা বান্দা) সংযোজিত না করা হয় তাহলে তার সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নামে নামকরণ করা যাবে না। কিন্তু 'রাউফ' এবং 'রহিম' এর মত কিছু নাম মানুষের নাম হিসাবে অনুমোদিত কারণ রাসুল (সঃ) কে উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ এই ধরনের কিছু নাম ব্যবহার করেছেন।

"তোমাদিগের মধ্যে থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসুল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দরদী (রাউফ) ও পরম দয়ালু (রহিম)।" (সূরা আত্-তওবা ৯ঃ ১২৮)

কিন্তু 'আর-রাউফ' (যিনি সবচেয়ে সমবেদনায় ভরপুর) এবং 'আর রহিম' (সবচেয়ে দয়াশীল) মানুষের ব্যাপারে তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন নামের আগে আবদ ব্যবহার করা হবে, যেমন আব্দুর-রাউফ অথবা আব্দুর রহিম। কারন আর-রাউফ এবং আর রহিম এমন এক পূর্ণতার প্রতিনিধিত্ব করে যা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।

আল্লাহর নাম এবং গুনাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি?

আল্লাহর নাম হচ্ছে সেগুলো, যা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ কে বুঝায় এবং সেসব পরিপূর্ন গুনাবলীও তাঁর নামের অন্তর্ভূক্ত যা তাঁর রয়েছে যেমন- আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আলি-ম (সর্বজ্ঞাতা), আল হাকি-ম (প্রজ্ঞাময়), আস-সামি'য় (সর্বশ্রোতা), আল বাছি-র (সর্বদ্রষ্টা)। এই নামগুলো স্বয়ং আল্লাহকে বুঝায় এবং যেসব পরিপূর্ন গুনাবলী তাঁর মধ্যে আছে সেগুলোকে বুঝায়, যেমন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শোনা, দেখা। সুতরাং নাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝায়, আর গুনাবলী দ্বারা একটি জিনিস বুঝায়। এটা বলা যেতে পারে যে, নামের মধ্যে গুনাবলীও অন্তর্ভূক্ত এবং গুনাবলী দ্বারা তাঁর নামের দিকে ইঙ্গিত করে তথা পরোক্ষ ভাবে নামকে বুঝায়। এবং আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

শাইখ আলী আব্দুল ক্বাদির আল সাকাফ বলেন, যা দ্বারা নাম ও গুনাবলীকে পার্থক্য করা যায় তা হচ্ছে-

১। নাম থেকে গুনাবলী বের করা যায় কিন্তু গুনাবলী থেকে নাম বের করা যায় না। যেমন আল্লাহর নাম- আর রহিম (সবচেয়ে দয়ালু), আল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমান), আল 'আযিম (সর্ব মহান) থেকে তাঁর গুনাবলী রহমাহ (দয়া), কুদরাহ (শক্তি), 'আযমাহ (মহানত্ব) পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর গুনাবলী ইচ্ছা, আসা, কৌশল করা এগুলো থেকে আমরা "ইচ্ছাকারী", "আগমনকারী", "মাকির বা কৌশলকারী" এসব নাম বের করতে পারি না।

তাঁর নামসমূহ বর্ননামূলক, যেমন ইবনুল কাইয়্যিম তার **"al-Nooniyyah"** কিতাবে বলেন,

২। আল্লাহর কার্যাবলী থেকে তাঁর নাম বের করা যায় না। তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন কিন্ত এ থেকে তাকে "ভালবাসাকারী" ,"ঘৃনাকারী" , "রাগকারী" নামে ডাকা যাবে না। তবে তাঁর কার্যাবলী থেকে গুনাবলী বের করা যায়। সুতরাং এটা প্রমানিত যে, তাঁর এই গুনাবলী রয়েছে যে তিনি ভালবাসেন, ঘৃনা করেন, রাগান্বিত হন ইত্যাদি এটা থেকে বলা যায় যে, তাঁর গুনাবলীর বৈশিষ্ট্য অনেক প্রশ্বস্ত তাঁর নামের বৈশিষ্ট্য থেকে। (আল মাদারিয়ুস সালেকীন ৩/৪১৫)

৩। নাম এবং গুনাবলী উভয়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং শপথের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় কিন্তু পার্থক্য হয় তখন যখন মানুষকে আল্লাহর দাস বলে নামকরন এবং দোয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং আমরা নামের ক্ষেত্রে বলতে পারি আবদুর রহিম (সর্বাধিক দয়াশীলের বান্দা), আবদুল ক্বাদি-র (সর্বশক্তিমানের বান্দা) কিন্তু আমরা গুনাবলীর ক্ষেত্রে বলতে পারি না আবদুল রহমাহ (দয়ার বান্দা) বা আবদুল কুদরাহ (শক্তির বান্দা)। অনুরূপভাবে আমরা আল্লাহর নামদ্বারা তাঁর কাছে দোয়া করতে পারি, যেমন ইয়া রাহী-মু তুমি আমাকে দয়া কর, ইয়া গাফু-রু আমাকে ক্ষমা কর কিন্তু তাঁর গুনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলতে পারি না, ইয়া আল্লাহর দয়া, তুমি আমাকে দয়া করা, ইয়া আল্লাহর ক্ষমা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সুতরাং দয়া আল্লাহ নয় বরং আল্লাহর একটি গুন দয়া...**(Sifaat Allaah 'azza wa jall al-Waaridah fi'l-Kitaab wa'l-Sunnah, p. 17)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম ৯৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা?

নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ) .

“আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে; এক কম একশ, এবং যে এগুলোকে মুখস্ত করবে (এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযয়ী কাজ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (বুখারী হা/২৭৩৬ এবং মুসলিম হা/২৬৭৭)

কিছু স্কলার [যেমন ইবনু হাযম (রহ:)] এভাবে বুজেছেন যে, আল্লাহ সুবানাহু ওয়া তায়ালার নাম এই সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (দেখুন আল মুহাল্লা ১/৫১)

কিন্ত ইবনু হাযম যা বলেছেন অধিকাংশ স্কলাররা তা সমর্থন করেন নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ [যেমন, আন নাওয়াবী (রহ)] বলেন, আলিমরা এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছেন যে,আল্লাহ তায়ালার নাম এই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তারা তাদের কথার সমর্থনে হাদীস পেশ করেন,

واستدلوا على عدم حصر أسماء الله تعالى الحسنى في هذا العدد بما رواه أحمد (3704) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ : بَلَى ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (199) .

’ইবনে মাসউদ থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ **যে কেউ হতাশা এবং দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয় অতপর বলে, ‘হে আল্লাহ আমি তোমার বান্দা, তোমার এক বান্দার পুত্র.........আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঐ সমস্ত নাম দ্বারা যা তুমি তোমার নিজের জন্য নির্ধারন করেছ অথবা তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তুমি তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার কাছে সংরক্ষিত রেখেছ গায়েবের মধ্যে ....’ আল্লাহ তার হতাশা দূর করে দিবেন।”** তিনি (ইবনে মাসউদ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল আমাদের কি এটা শিখা উচিত?’ তিনি বলেন, **“অবশ্যই, প্রত্যেক ব্যক্তি যে এটা শুনবে তার শিখা উচিত।”** (আহমাদ থেকে বর্নিত ৩৭০৪, সিলসিলাতুস সাহীহা আলবানী কর্তৃক)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা,

(أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ) অর্থাৎ“এবং **(যে নামসমূহ) তুমি তোমার কাছে সংরক্ষিত রেখেছ গায়েবের মধ্যে”** এটি ইংগিত করে তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ যা তিনি তাঁর কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন গায়েব হিসেবে, যা কেউ জানে না, এটা প্রমান করে তাঁর নামসমূহ ৯৯ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) এই হাদীস এর ব্যাপারে বলেন, “এই হাদীস ইংগিত করে যে আল্লাহর ৯৯ এর অধিক নাম রয়েছে। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ৬/৩৭৪)

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও বলেন (২২/৪৮২), আল-খাত্তাবী বলেছেন, এটি ইংগিত করে যে তাঁর এমন নামসমূহ রয়েছে যা তিনি তাঁর কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। তিনি এই কথার প্রতি ইংগিত করে বলেন, **"আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে; যে এগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"** এর অর্থ হচ্ছে তাঁর এমন ৯৯ টি নাম রয়েছে যে তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই কথাটি হচ্ছে এমন যেমন কেউ বলল, ''আমার এক হাজার দিরহাম আছে, যা আমি দান করার জন্য প্রস্তুত করেছি।" যদিও তার সম্পদ এক হাজার দিরহামের চেয়ে বেশী রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, **" এবং আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম নামসমূহ অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে।"** (সূরা, আ'রাফ ৭ঃ১৮০) আল্লাহ আমাদেরকে সাধারনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নামসমূহ দ্বারা ডাকার জন্য, তিনি বলেননি তাঁর শুধুমাত্র ৯৯ টি নাম রয়েছে।

আন-নাওয়াবী (রহঃ) তার মুসলিমের শরাহতে বলেছেন, এ ব্যাপারে স্কলারদের ঐক্যমতে ইজমা রয়েছে এবং তিনি বলেনঃ 'আলিমরা এ ব্যাপারে ঐক্যমতে (ইজমাহ) পৌছেছেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটা বুঝায়না যে আল্লাহর শুধুমাত্র ৯৯ টি নাম রয়েছে কিংবা এই নামগুলো ছাড়া আর কোন নাম নেই। বরং এই হাদীস দ্বারা এটা বুঝায় যে এই ৯৯ টি নাম শিখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে এগুলো শিখবে সে জান্নাতে যাবে, এটা নয় যে নামের সংখ্যা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আসমাউল হুসনা তথা ৯৯ নামের বিখ্যাত হাদীসটির ব্যাপারে

৯৯ নামের তালিকা সমৃদ্ধ যে বিখ্যাত হাদীসটি আত তিরমিজীতে বর্ননা করা হয়েছে তা সাহীহ নয়। হাদীসটির দূর্বলতার কারন-

- তালিকাটি একজন রাবী থেকে মুদরাজ, যা হাদীস বিশারদরা বলেছেন, যেমন ইবনু কাসীর (রহঃ), ইবনু হাজার (রহঃ), আল শান'আনী (রহঃ)। উল্লেখ্য, যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের বা অন্যের কথাকে প্রক্ষেপ করেছেন, এরুপ করাকে ইদরাজ বলে।
- অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য বর্ননাকারীরা এটা উল্লেখ করেন নি।
- কুরআন এবং সাহীহ হাদীসে বর্নিত অনেক নাম এটাতে উল্লেখ করা হয় নি।
- এই হাদীসে কিছু নাম আছে যা অন্য কোথাও বর্নিত হয়নি, এমনকি এইগুলো আল্লাহর নাম হওয়ার ব্যাপারে ভীষন মতবিরোধ আছে।

এই বিখ্যাত হাদিসটিকে অনেক হাদীসের স্কলাররা যয়ীফ বা দূর্বল বলেছেন, ইমাম তিরমিজী (রহঃ) নিজে, আন নাওয়াবী (রহঃ), ইবনু হাজার (রহঃ), ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ), ইবনু কাসীর (রহঃ), আল শানা'আনী (রহঃ) এবং অন্যরা।

৯৯ নামের ব্যাপারে এছাড়াও ইবন মাজাহ, ইবন খুজাইমাহ, ইবন হিব্বান এবং অন্যান্যরা যে হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে তারা নামের তালিকা দিয়েছেন তা রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সাহীহ নয়। বরং এগুলো কিছু স্কলারদের ইজতিহাদ মাত্র।

নাম সমূহ নির্ধারন এবং অনুবাদের ব্যাপারে

পূর্ববর্তী 'আলিমগন, থেকে শুরু করে আমাদের এই সময় পর্যন্ত স্কলাররাএ ব্যাপারে লিখে আসছেন, কঠোরভাবে

চেষ্টা করেছেন কুরআন এবং সাহীহ সুন্নাহ থেকে ৯৯টি পারফেক্ট নাম বের করার জন্য। সুতরাং প্রত্যেক স্কলারই যে তালিকা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে পরস্পর সামান্য কিছু পার্থক্য ছিল। কোন স্কলারই বলতে পারবেন না, "এটাই সম্পূর্ন পারফেক্ট সাহীহ তালিকা"। এজন্যই এ ব্যাপারে 'আলিমগন এ ব্যাপারে কঠোর সাধনা করে আসছেন আজ পর্যন্ত।

এ পর্যন্ত সংকলিত অন্যতম প্রধান সংকলগুলোর সোর্সে বর্নিত নামগুলো আমরা এখানে নিয়ে এসেছি এবং সাথে সাথে তার দালীল পেশ করেছি। আমরা শুধু আল্লাহর কিতাবে তিনি নিজে যা বলেছেন এবং শুধুমাত্র সাহীহ সুন্নাহতে তার রাসুল যেভাবে বলেছেন সেভাবে আনার চেষ্টা করেছি। নামগুলো বাংলায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন কারন এই নামগুলোর সম অনুবাদের শব্দ বের করা প্রায় অসম্ভব, তবুও যতটুকু পারা যায় আমরা চেষ্টা করেছি, পাশাপাশি অধিকাংশ নামের ক্ষেত্রে আমরা ব্যাখ্যা স্বরূপ অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছু কথা এনেছি যাতে বুঝতে সহজ হয়। তবে এই নামগুলোর অর্থ বোঝার প্রচেষ্টার এখানেই শেষ নয় এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহই সকল জ্ঞানের আধার, সর্বজ্ঞানী, তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন। আমরা তাঁর কাছে কামনা করছি আমাদের এ কাজকে যেন তিনি কবুল করুন এবং তিনি তাঁর রাসুলের মাধ্যমে এই কাজের পুরষ্কার স্বরূপ যে জান্নাতের কথা বলেছেন তা আমাদের দান করেন।

ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

আল্লাহর ৯৯ টি সুন্দরতম নামঃ

১। اللهُ - **আল্লাহ,** যিনি একমাত্র সত্য ইলাহ যার ইবাদত করা হয় এবং যিনি একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হক্বদার তাঁর সৃষ্টির দ্বারা, তাঁর পরিপূর্ন গুনাবলীর কারনে যা তিনি বর্ননা করেছেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, 'আল্লাহ' এটা হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে মহান এবং শ্রেষ্ঠতম নাম।

২। الإِلَهُ - **যিনি একমাত্র ইবাদাত যোগ্য।**

৩। اَلْحَيُّ - **চিরঞ্জীব,** যিনি চিরদিন আছেন কোন প্রকার শুরু এবং শেষ ব্যতীত, অনবদ্ধ এবং চিরস্থায়ী জীবন, যিনি কখনও মরবেন না এবং অপসৃত হবেন না। যিনি আপন সত্বার জন্য কারও মুখাপেক্ষী নন।

৪। اَلْقَيُّومُ - **সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী,** সমস্ত কিছুকে যিনি ঠিক রাখেন, রক্ষা করেন এবং সমস্ত ব্যবস্থাপনা যিনি করেন।

---

১ থেকে ৪ পর্যন্ত নামগুলোর প্রমান, যা আয়াতে বর্নিত হয়েছে-

ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত যোগ্য কেউ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষনাবেক্ষনকারী।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ২৫৫)

৫। الرَّب- **রাব্ব,** রাব্ব শাব্দের সম কোন শব্দ বাংলায় নেই তবে এরূপ বলা যেতে পারে যিনি বিশ্বজগত এবং সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, পরিপূর্ন কর্তৃত্বশীল, পরিকল্পনাকারী, ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক, রক্ষনাবেক্ষনকারী, নিরাপত্তাবিধায়ক ইত্যাদি।

৬। اَلرَّحْمٰنُ - **যিনি পরম করুনাময়, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, অসীম দয়াময়, পরম উপকারী।** যিনি পরিপূর্ন রহমাহ (দয়া) এর গুনে গুনান্বিত।

৭। ٱلرَّحِيمُ - **অসীম দয়ালু,** যিনি তার সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন।

---

৫ থেকে ৭ পর্যন্ত নামগুলোর প্রমান হচ্ছে-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ0 ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব। যিনি পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু।” (সূরা ফাতিহা, ১ঃ২-৩)

৮। ٱلْمَلِكُ - **মালিক, অধিপতি, রাজাধিরাজ।**

৯। ٱلْقُدُّوسُ - **অতি পবিত্র,** যিনি যাবতীয় অপবিতার থেকে উর্দ্ধে। যাবতীয় প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি সবকিছু থেকে যিনি উর্দ্ধে এবং পবিত্র। যিনি যাবতীয় দোষত্রুটি, অপূর্নতা থেকে মুক্ত, পবিত্র।

১০। ٱلسَّلَامُ - **যিনি সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিখুত,** যিনি স্বয়ং, তাঁর গুনাবলী এবং তাঁর কার্যাবলীসমূহে পরিপূর্ন ও পারফেক্ট হওয়ার কারনে যাবতীয় দোষত্রুটি, অপূর্নাঙ্গতা ও জুল্‌ম থেকে পবিত্র ও মুক্ত।

১১। ٱلْمُؤْمِنُ - **পূর্ন বিশ্বস্ত এবং নিরাপত্তাদাতা,** যিনি সত্য তাঁর কথায়, তাঁর ওয়াদায়, যিনি তাঁর ঈমানদার বান্দাদের নিরাশ করেন না যিনি তাঁর বান্দাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে নিরাপত্তা দেন, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে শাস্তিথেকে মুক্তি দেন।

১২। ٱلْمُهَيْمِنُ -**সর্বদা পর্যবেক্ষক, স্বাক্ষী,** যিনি সব গোপন বিষয় জানেন, অন্তরে কি লুকায়িত তাও দেখেন, সর্বদা তাঁর সৃষ্টিকে দেখেন।

১৩। ٱلْجَبَّارُ -**মহা প্রতাপশালী, পরাক্রান্ত, সমুন্নত,** যার সামনে সমস্ত সৃষ্টি পূর্ন বাধ্য।

১৪। ٱلْمُتَكَبِّرُ - **সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত।**

১৫। ٱلْخَالِقُ - **সৃষ্টিকর্তা,** যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুকে তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনছেন। তবে তিনি এগুলো সৃষ্টি করার পরে স্রষ্টা গুনে গুনান্বিত হননি বরং অনাদিকাল থেকেই তিনি স্রষ্টা গুনে গুনান্বিত।

১৬। اَلْبَارِئُ -**উদ্ভাবক, উদ্ভাবনকারী,** যিনি তাঁর আপন শক্তিবলে সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দিয়েছেন কোন প্রকার পূর্ব উদাহরন বা নমুনা ছাড়াই।

১৭। اَلْمُصَوِّرُ - **আকৃতিদাতা, রূপদাতা,** যিনি সমস্ত কিছুকে তাঁর স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথক পৃথক আকৃতি দিয়েছেন।

১৮। اَلْعَزِيزُ -**মহা পরাক্রমশালী, অপরাজেয়,** যিনি সবশক্তিমান যার সামনে সবাই বাধ্য।

১৯। اَلْحَكِيمُ - **প্রজ্ঞাময়, মহাবিজ্ঞ।**

---

৮ থেকে ১৯ পর্যন্ত নামগুলোর দলীল হচ্ছে,

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلاَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ0هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

“তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত যোগ্য নেই, তিনিই অধিপতি, অতি পবিত্র, দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত, নিরাপত্তাদাতা, সর্বদা পর্যবেক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপান্বিত, গৌরবান্বিত। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদাতা; তার জন্য অত্যন্ত সুন্দর নামসমূহ। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ননা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।” (সূরা, হাশর ৫৯:২৩-২৪)

২০। اَلْأَوَّلُ - **তিনিই প্রথম,** যার পূর্বে কোন কিছু নেই।

২১। اَلْآخِرُ - **তিনিই শেষ,** তাঁর পরে কোন কিছু নেই অর্থাৎ তিনি অবশিষ্ট থাকবেন যখন কিছুই থাকবে না।

২২। اَلظَّاهِرُ - **সবচেয়ে উচু, সর্বোন্নত,** যার উপরে কেউ নেই।

২৩। اَلْبَاطِنُ - **সবচেয়ে নিকটে**, যার থেকে নিকটে কেউই নেই। তিনি তাঁর পরিপূর্ন জ্ঞান, সব দেখার মাধ্যমে সবেচেয়ে নিকটে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর অতীব গোাপন বিষয়ও জানেন।

২৪। اَلْعَلِيمُ -**সর্বজ্ঞানী**, যিনি সব জানেন। প্রকাশ্য, গোপন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সমস্ত কিছুই তিনি অবগত।

উপরোক্ত ২০-২৩ এই ৪ টি নাম একত্রে বর্ননা করা হয়, ২০-২৪ এই পাঁচটি নামের প্রমান হচ্ছে,

هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই সবচেয়ে উচু, তিনিই সবচেয়ে নিকটে; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী। (সূরা, হাদীদ ৫৭ঃ৩)

২৫। اَلْغَفُورُ - **পরম ক্ষমাশীল**, যিনি পাপসমূহ ঢেকে রাখেন যাতে কেউ জানতে না পারে এবং তিনি এগুলো ক্ষমা করেন যেন এই পাপের জন্য শাস্তি পেতে না হয়।

২৬। اَلْوَدُودُ - **অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল**, যিনি সবচেয়ে ভালবাসার যোগ্য।

২৭। اَلْمَجِيدُ - **পরিপূর্ন সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী**।

---

২৫ থেকে ২৭ পর্যন্ত নামগুলো বর্নিত হয়েছে-

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ0 ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ

“ এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতীশয় প্রেমময়। তিনি আরশের অধিপতি, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।” (সূরা, বুরুজ ৮৫ঃ ১৪-১৫)

২৮। اَلرَّزَّاقُ - **রিযিকদাতা, জীবিকাদাতা**, যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে রিযিক্ব ও জীবিকার প্রয়োজনীয় সকল কিছু দেন।

২৯। ٱلْقَوِيُّ - **অসীম শক্তিশালী, মহা ক্ষমতাবান,** তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তাঁর নির্দেশ ও ফায়সালাকে ঠেকানোর মত কেউ নেই।

৩০। ٱلْمَتِينُ - **প্রবল পরাক্রান্ত।**

---

২৮ থেকে ৩০ নামগুলোর প্রমানঃ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

“ নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন রিযিকদাতা, অসীম শক্তিশালী, প্রবল-পরাক্রান্ত।” (সূরা, যারিয়াত ৫১ঃ৫৮)

وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ

“ তিনিই মহা ক্ষমতাবান, অতি পরাক্রমশালী ।” (সূরা, শুরা ৪২ঃ১৯)

৩১। الحَافِظُ - **রক্ষাকর্তা, শ্রেষ্ঠ রক্ষক,** যিনি একাই সমস্ত আসমান, যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছুকে কে রক্ষনাবেক্ষন করেন। যিনি তাঁর বান্দাদেরকে ধ্বংস এবং খারাবী থেকে রক্ষা করেন।

৩২। ٱلْحَفِيظُ - **হিফাযতকারী,** অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক।

---

৩১ থেকে ৩২ নামগুলোর প্রমানঃ

فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ

“আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।” (সূরা, ইফসুফ ১২ঃ৬৪)

إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

“ নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সকল জিনিসের হিফাযতকারী।” (সূরা, হুদ ১১ঃ৫৭)

৩৩। العَالِمُ - **সর্বজ্ঞানী,** যিনি প্রকাশ্য এবং গোপন (গায়িব) সব জানেন।

৩৪ । ٱلْكَبِيرُ - **সর্ব মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ**, বান্দা যতটুকু ধারনা করতে পারে তার চেয়েও তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ ।

৩৫ । ٱلْمُتَعَالِى - **সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, সমুন্নত এবং সর্বোচ্চ** ।

৩৩ থেকে ৩৫ নামগুলো বর্নিত হয়েছে,

عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

" দৃশ্য এবং অদৃশ্য সব কিছু তিনি জ্ঞাত আছেন । তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ।" (সূরা, রা'দ ১৩ঃ৯)

৩৬ । المَلِيكُ - **সার্বভৌমত্বের অধিকারী** ।

৩৭ । ٱلْمُقْتَدِرُ - **সর্ব শক্তিমান** ।

৩৬ থেকে ৩৭ এই নাম দু'টির প্রমান হচ্ছে,

فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

"উপযুক্ত আসনে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মালিকের নিকটে ।" (সূরা, ক্বামার ৫৪ঃ৫৫)

৩৮ । ٱلْأَحَدُ - **এক এবং একমাত্র**, তাঁর নাম, গুনাবলী, কর্মে, প্রভুত্বে, শ্রেষ্ঠত্বে এবং সকল ক্ষেত্রে এক এবং অদ্বিতীয়, অতুলনীয় ।

৩৯ । ٱلصَّمَدُ - **স্বয়ংসম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী**, যার রয়েছে পরিপূর্ন নিয়ন্ত্রন সকল কিছুর উপর । যিনি পারফেক্ট তার প্রতিপালন এবং মালিকানায়, যার উপর সমস্ত সৃষ্টি নির্ভর করে ।

৩৮ এবং ৩৯ নাম দু'টির প্রমানঃ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ O ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ

" বল, আল্লাহ এক, স্বয়ং সম্পূর্ন, অমুখাপেক্ষী ।" (সূরা, ইখলাস ১১২ঃ১-২)

৪০। اَلْوَاحِدُ - **এক এবং অদ্বিতীয়।**

৪১। اَلْقَهَّارُ - **অপ্রতিরোধ্য, প্রতাপশালী**, যাকে নিরোধ করা যায় না, যিনি তাঁর সৃষ্টির উপর সর্বশক্তিমান। কোন কিছুই তাঁর অনুমতি ব্যতিত সংঘটিত হতে পারে না।

৪০-৪১ নামগুলোর প্রমান হচ্ছেঃ

وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ

“তিনি এক, প্রতাপশালী। (সূরা, রা’দ ১৩ঃ১৬)

৪২। اَلْوَلِيُّ - **অভিভাবক, সাহায্যকারী।**

৪৩। اَلْحَمِيدُ - **প্রশংসিত**, সমস্ত প্রশংসা যার জন্য।

৪২-৪৩ নামগুলোর প্রমান হচ্ছেঃ

وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ

“তিনিই অভিভাবক, প্রশংসিত।” (সূরা, শুরা ৪২ঃ২৮)

৪৪। المَوْلَى - **অভিভাবক ও সাহায্যকারী।**

৪৫। النَّصِيرُ - **সাহায্যকারী।**

---

৪৪ থেকে ৪৫ দু’টি নামের প্রমান হচ্ছেঃ

هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

“তিনিই তোমদের অভিভাবক, কতইনা উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।” (সূরা হাজ্ব ২২ঃ৭৮)

৪৬। ٱلرَّقِيبُ - **তত্ত্বাবধায়ক।**

৪৭। ٱلشَّهِيدُ - সর্ব বিষয়ে স্বাক্ষী।

---

৪৬ থেকে ৪৭ দু'টি নামের প্রমান হচ্ছেঃ

أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

" আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আপনি সমস্ত বিষয়ে স্বাক্ষী।" (সূরা, মায়িদাহ ৫ঃ১১৭)

৪৮। ٱلسَّمِيعُ - **সর্বশ্রোতা,** যিনি সব শোনেন।

৪৯। ٱلْبَصِيرُ - **সর্বদ্রষ্টা,** যিনি সব দেখেন, কোন কিছুই তার অগোচরে নেই।

---

৪৮ ও ৪৯ এ দু'টি নামের প্রমান হচ্ছেঃ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা, মু'মিন ৪০ঃ২০)

৫০। ٱلْحَقُّ - **যিনি সত্য,** যার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত, যিনি নিজে সত্য, তাঁর গুনাবলী, কথা এবং কর্ম পরিপূর্ন সত্য।

৫১। الْمُبِينُ - **সুস্পষ্ট,** যার একক প্রভুত্ব (রুবুবিয়্যাহ) এবং একক ইবাদত যোগ্যতার বিষয়টি সুস্পষ্ট, পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত। ٱلْحَقُّ এবং الْمُبِينُ নাম দু'টি একত্রে বর্ননা করা হয়।

---

৫০ এবং ৫১ নাম দু'টির প্রমানঃ

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ

" এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহ, তিনি হচ্ছেন সুস্পষ্ট সত্য।" (সূরা, আন নুর ২৪ঃ২৫)

৫২। اَللَّطِيفُ - **সুক্ষদর্শী ও দয়ালু**, যিনি সকল গোপন বিষয় পূর্ন অবগত আছেন এবং জানেন যে কিসে বান্দার প্রকৃত কল্যান। এবং যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু, তিনি তাদেরকে কল্যান পৌছান তাদের ধারনার অতীত উৎস থেকে।

৫৩। اَلْخَبِيرُ - **যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন**, যিনি সব জানেন, কি হচ্ছে, কি হবে, কিসে কল্যান ও কিসে অকল্যান বয়ে আনে, প্রত্যেক বিষয়েরে প্রকৃত অবস্থা এবং এর পরিনতি কি সব যিনি জানেন এবং খবর রাখেন।

---

৫২ ও ৫৩ নং এ বর্নিত নাম দু'টির প্রমানঃ

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

"তিনি কি জানেন না যিনি সব সৃষ্টি করেছেন, যিনি সূক্ষদর্শী, যিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ন সচেতন।" (সূরা, মুলক ৬৭ঃ১৪)

৫৪। القَرِيبُ - **নিকটবর্তী**, যিনি তাঁর বান্দাদের নিকটবর্তী। তিনি তাঁর ঐ বান্দাদের কাছে টেনে নেন যারা তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর নৈকট্য তালাশ করে। তিনি তাদের হৃদয়ের নিকটবর্তী এবং এমন প্রত্যেকের যে তাঁর নিকট দোয়া করে। তিনি তাদের নিকটবর্তী তার জ্ঞান এবং সব জানা, দেখার মাধ্যমে যদিও তিনি সপ্ত আকাশের উপরে আরশে সমাসীন।

৫৫। اَلْمُجِيبُ - **সাড়াদানকারী**, যিনি তাঁর বান্দাদের আহ্বানে সাড়া দেন।

---

৫৪ ও ৫৫ তে বর্নিত নামগুলো বর্নিত হয়েছে-

إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"নিশ্চয়ই আমার রাব্ব্ নিকটবর্তী, সাড়াদানকারী।" (সূরা হুদ ১১ঃ৬১)

৫৬। اَلْكَرِيمُ -**সবচেয়ে বেশী উদার, মহৎ, দানশীল**, যিনি অপরিসীম কল্যান দান করেন, যিনি কল্যান লাভ করাকে সহজ করে দেন।

৫৭। الأَكْرَمُ - **অতি উদার, অতি মহান, মহানুভব।**

---

৫৬ ও ৫৭ নং এ বর্নিত নামগুলোর প্রমানঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহান রাব্ব্ সম্পর্কে।" (সূরা ইনফিতার ৮২ঃ৬)

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ

"পাঠ করুন, আর আপনার রাব্ব অতি মহান।" (সূরা, 'আলাক্ব ৯৬ঃ৩)

৫৮। ٱلْعَلِيُّ - **সমুন্নত, সর্বশ্রেষ্ঠ**, যিনি সমুন্নত তাঁর গুনাবলী এবং শ্রেষ্ঠত্বে। জালিমরা যা বলে তার থেকে তিনি অনেক উর্দ্ধে, যিনি স্বয়ং তাঁর সৃষ্টির উর্দ্ধে আরশে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমে (যেভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাথে মানানসই) এবং যিনি শক্তিমত্তায় সবার চেয়ে উর্দ্ধে এবং অতুলনীয়।

৫৯। ٱلْعَظِيمُ - **সবচেয়ে মহান, মহীয়ান।**

---

৫৮ এবং ৫৯ এ বর্নিত নামগুলোর প্রমানঃ

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

" তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং মহান।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ২৫৫)

৬০। ٱلْحَسِيبُ - **যিনি যথেষ্ট, হিসাবগ্রহনকারী**, যিনি বান্দাদের সকল কর্মকে সংরক্ষন করেন এবং এগুলোর জন্য হিসাব নিবেন। যিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাদেরকে রক্ষা করেন।

৬১। ٱلْوَكِيلُ - **সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসকারী, কর্মবিধায়ক, যার উপরে ভরসা করা হয়,** যিনি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত বিষয়কে সুবিন্যস্ত করেন তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং শক্তির দ্বারা। যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের দেখাশুনা করেন এবং তাদের জন্য কল্যানকে সহজ করে দেন। যে তাঁর প্রতি ভরসা (তাওয়াক্কুল) করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট।

---

৬০ এবং ৬১ তে বর্নিত নামসমূহ বর্নিত হয়েছে,

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ

" কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দিল এবং তারা বলল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক ।" (সূরা, 'আলে ইমরান ৩ঃ১৭৩)

وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

"এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহনে যথেষ্ট ।" (সূরা, নিসা ৪ঃ৬)

৬২। اَلشَّكُورُ **- যিনি সবচেয়ে প্রস্তুত গুনোপলব্দি করতে এবং প্রচুর বিনিময় দানে, অতিশয় গুনগ্রাহী,** যিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের অফুরন্ত পুরস্কার দেন এবং তাদের সৎকর্মকে বহুগুনে বৃদ্ধি করেন। যিনি তাদের সৎকর্মকে নষ্ট হতে দেন না। যারা তাঁর প্রশংসা করে তিনি তাদেরকে বুঝতে পারেন এবং পুরস্কৃত করেন এবং যারা তাকে স্মরন করে তিনি তাদেরকে স্মরন করেন। যেকোন সৎকর্মের মাধ্যমে যে তাঁর নেকট্য তালাশ করে, তিনি তাদের অনেক নিকটবর্তী হন।

৬৩। اَلْحَلِيمُ **-সর্বাধিক সহিঞ্চু, পরম সহনশীল,** যিনি তাঁর বান্দাদের পাপ, অস্বীকারের জন্য সাথে সাথেই শাস্তি দেন না বরং তাদেরকে সুযোগ দেন তাওবাহ করার জন্য।

---

৬২ ও ৬৩ তে বর্নিত নামসমূহের প্রমানঃ

وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"এবং আল্লাহ অতিশয় গুনগ্রাহী, পরম সহনশীল ।" (সূরা, ত্বাগাবুন ৬৪ঃ১৭)

৬৪। الشَّاكِرُ **- সর্বদা গুনগ্রাহী এবং পুরষ্কারদাতা,** যিনি সুক্ষাতি-সুক্ষ কাজও বুঝতে পারেন এবং এর পুরষ্কার দেন, যিনি অনেক বড় পাপ হলেও তা ক্ষমা করেন। যিনি তাঁর মুখলেস বান্দাদের পুরষ্কার দেন বহুগুনে বাড়িয়ে।

---

৬৪ তে বর্নিত নামটির প্রমানঃ

وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

" আর আল্লাহ হলেন গুনগ্রাহী, সর্বজ্ঞ ।" (সূরা, আন্ নিসা ৪ঃ১৪৭)

৬৫। الوَهَّابُ **- পরমদাতা, মহান দানশীল ।**

---

৬৫ তে বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ

“তাদের নিকট আছে কি আপনার পরাক্রমশালী, মহান দানশীল রাব্বের ভান্ডারসমূহ?” (সূরা, ছোয়াদ ৩৮ঃ৯)

৬৬। الْقَاهِرُ - **অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য,** যাকে নিরোধ করা যায় না, যিনি উচ্চে থেকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করেন, যার কাছে সবাই সমর্পন করে। যা তিনি নির্দেশ দেন তা কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যা তিনি ফায়সালা করেন কেউ এটা থেকে পালিয়ে যেতে পারে না।

---

৬৬ তে বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

“ যিনি অপ্রতিরোধ্য তাঁর বান্দাদের উপর..” (সূরা, আন‘আম ৬ঃ১৮)

৬৭। اَلْغَفَّارُ - **অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যিনি বারবার ক্ষমা করেন**, যিনি তাঁর বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন পূনঃ পূনঃ যখনই তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

---

৬৭ তে বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ

“যিনি আসমান, যমীন এবং এর মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর রাব্ব, যিনি পরাক্রমশালী, অত্যন্ত, ক্ষমাশীল।” (সূরা, ছোয়াদ ৩৮ঃ৬৬)

৬৮। اَلْبَرُّ - **অত্যন্ত সদাশয় এবং দয়াশীল**, **কৃপাময়**, যিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত উত্তমভবে, দয়ার সাথে অনবরতভাাবে অনুগ্রহ করেন।

---

৬৮ তে বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ

“তিনি তো বড়ই কৃপাময়, অসীম দয়ালু ।” (সূরা, আত্ তুর ৫২ঃ২৮)

৬৯। **اَلتَّوَّابُ - তাওবাহ কবুলকারী**, যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবাহ করার জন্য হিদায়াত দেন এবং তাদের তাওবাহ পূনঃ পূন কবুল করেন যখন তারা অনুশোচনা করে, ফিরে আসে তাঁর নিকট ।

---

৬৯ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

“নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু ।” (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ৩৭)

৭০। **اَلْفَتَّاحُ - উত্তম ফায়সালাকারী, সূচনাকারী**, যিনি ফায়সালা করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়পরায়নতার সাথে তাঁর শরীয়াহ, তাঁর নির্ধারন তথা তাক্বদীর এবং হিসাব গ্রহনের মাধ্যমে । যিনি তাঁর প্রকৃত এবং মুখলিস বান্দাদের চোখ খুলে দেন তাঁর দয়া দ্বারা, যিনি তাদের অন্তর খুলে দেন যেন তারা তাঁকে চিনতে পারে, ভালবাসতে পারে এবং ফিরে আসতে পারে । যিনি তাঁর রহমাহ এবং রিযিকের রাস্তা খুলে দেন তাঁর বান্দাদের জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দেন যেন তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে ।

---

৭০ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

“ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ ।” (সূরা, সাবা ৩৪ঃ২৬)

৭১। **اَلرَّؤُفُ - অত্যন্ত দয়ার্দ্র**, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল, কৃপাময় ।

---

৭১ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“আল্লাহ তো অত্যন্ত দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু ।” (সূরা, আন নুর ২৪ঃ২০)

৭২। اَلْمُقِيتُ - **যিনি সর্বদা সব কিছু করতে সক্ষম, সব কিছুর ব্যাপারে স্বাক্ষী, সর্বশক্তিমান ব্যবস্থাপক,** যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর যিনি ব্যবস্থাপক, সরবরাহকারী যা তাদের শক্তি কিংবা পুষ্টি দিবে এবং যার দিকে ইচ্ছা তিনি তা পরিচালনা করেন তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা।

---

৭২ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً

" এবং আল্লাহ সর্বদা সবকিছু করতে সক্ষম (এবং সর্ববিষয়ে স্বাক্ষী)।" (সূরা, আন্‌ নিসা ৪ঃ৮৫)

৭৩। اَلْوَاسِعُ **- সৃষ্টির প্রয়োজন পূরনে যিনি যথেষ্ট, প্রাচুর্যময়।**

---

৭৩ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

" এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা, বাক্বারাহ ২ঃ২৪৭)

৭৪। اَلْوَارِثُ - চূড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী।

---

৭৪ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِى وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ

"আমিই জীবনদানকরি এবং মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" (সূরা, আল হিজর ১৫ঃ২৩)

৭৫। الأَعْلَى**- সর্বোচ্চ, সুমহান,** যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, যিনি পূর্ন ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রন রাখেন সব কিছুর উপর। এবং যিনি সমস্ত ত্রুটির উর্দ্ধে।

---

৭৫ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلأَعْلَىٰ

“আপনি আপনার সর্বোচ্চ (সুমহান) রাব্ব্ এর পবিত্রতা বর্ননা করুন ।” (সূরা, আ'লা ৮৭ঃ১)

৭৬। الْمُحِيطُ - পরিবেষ্টনকারী, যিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন তাঁর জ্ঞান দ্বারা। যিনি সব কিছু জানেন, সব কিছুর উপর রয়েছে তাঁর পূর্ন কর্তৃত্ব, তাঁর দয়া সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

---

৭৬ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ

“জেনে রেখ, তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন ।” (সূরা, হা-মীম-আস সিজদা ৪১ঃ৫৪)

৭৭। ٱلنَّاصِرِ আন্ নাছির, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

---

৭৭ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ

“বরং আল্লাহই তোমদের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ।” (সূরা, আলি ইমরান ৩ঃ১৫০)

৭৮। الحَفِيُّ - অত্যন্ত দয়াবান, যিনি তাঁর ব্যান্দাদের প্রতি চির দয়াশীল এবং যিনি সব সময় তাদের দোয়ায় সাড়াদেন।

---

৭৮ এ বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছেঃ

قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيّاً

“ তিনি বললেন, শান্তি আপনার উপর, আমি আপনার জন্য আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ।” (সূরা, মারইয়াম ১৯ঃ৪৭)

৭৯। الخَلاَّقُ - মহাস্রষ্টা, যার কাছে কোন কিছু সৃষ্টি করা কঠিন নয়।

---

৭৯ তে বর্নিত নামটির প্রমান হচ্ছে-

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ

“নিশ্চয়ই আপনার রবই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ।” (সূরা, আল হিজর ১৫ঃ৮৬)

৮০ । اَلْعَفُوُّ **- পাপমোচনকারী, ক্ষমাকারী,** যিনি অনবরত তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করেন যদি তারা তাওবা করে, যেন তারা তাদের পাপের জন্য শাস্তি পেতে না হয় ।

---

৮০ তে বর্নিত নামটির প্রমাান হচ্ছেঃ

فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

“ নিশ্চয়ই আল্লাহও (অপরাধ) ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী ।” (সূরা, আন নিসা ৪ঃ১৪৯)

৮১ । اَلْغَنِىُّ **- স্বয়ং সম্পূর্ন যিনি সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত, অভাবমুক্ত, সম্পদশালী ।** আসমান-যমীনের, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ধন ভান্ডারের চাবি যার হাতে ।

---

৮১ তে বর্নিত নামটির প্রমাান হচ্ছেঃ

وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ

“আপনার রাব্ব অভাবমুক্ত, করুনাময় ।” (সূরা, আনআম৬ঃ১৫৩)

৮২ । القَادِرُ **- যিনি পূর্ন সক্ষম,** যিনি যা ইচ্ছা তা করতে পূর্ন সক্ষম । কেউই তাঁকে বাধা দিতে সক্ষম নয় ।

৮২তে বর্নিত নামটির প্রমাান হচ্ছেঃ

قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

“ বলুন, তিনি ক্ষমতা রাখেন তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাতে তোমাদের উপর দিক থেকে, তোমাদের পায়ের নীচ থেকে কিংবা তোমাদেরকে অনেক দলে ভাগ করতে এবং তোমাদের এক দলকে অন্য দলের লড়াইয়ের স্বাদ গ্রহন করাতে ।” (সূরা, আনআম ৬ঃ৬৫)

৮৩। القَدِيرُ - **সর্বশক্তিমান**, যিনি সব কিছু করতে সক্ষম, যিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যার শক্তি পারফেক্ট, যিনি তাঁর শক্তি দ্বারা সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সব কিছুকে নিয়ন্ত্রন করছেন, তাঁর শক্তি দ্বারা জীবন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁর শক্তি বলে তিনি পুনরুত্থিত করবেন এবং শাস্তি অথবা পুরস্কার দিবেন। যিনি কোন বিষয়ে যদি শুধু মাত্র 'হও' বলেন অমনি তা হয়ে যায়

৮৪। اَلْمُقَدِّمُ - **যিনি প্রথম, এটাও বলা হয় যিনি অগ্রবর্তীকারী,** তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে প্রাধান্য দেন অন্যদের থেকে, তাদের মর্যাদা উচ্চ করেন। যিনি এক সৃষ্টির উপর অন্য সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেন। যিনি প্রাধান্য দেন তাঁর প্রজ্ঞা, কল্যানপরায়নতার দ্বারা, যদিও বান্দার ক্ষুদ্রজ্ঞানে এর পেছনে মহত্ব কি বুঝতে নাও পারে কিন্তু এটাই পারফেক্ট, যথার্থ।

৮৫। اَلْمُؤَخِّرُ - **যিনি শেষ, এটাও বলা হয় যিনি পশ্চাদবর্তীকারী**। যাকে তিনি অগ্রবর্তী করেন, এটাই করার ছিল, যাকে তিনি দেরী করান, পশ্চাদবর্তী করান এটাই যথার্থ, যদিও এর পেছনে হিকমাত প্রকাশ্য নাও হতে পারে। যা তিনি সামনে নিয়ে আসেন কেউই নেই যে তা পশ্চাদবর্তী করে, আবার যাকে তিনি পশ্চাদবর্তী করেন কেউই নেই যে তাকে সামনে নিয়ে আসে।

---

৮৩ তে বর্নিত নামটির প্রমানঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

" নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।" (সূরা, 'আলি ইমরান ৩ঃ১৬৫)

৮৩, ৮৪ ও ৮৫ তে বর্নিত নামগুলোর প্রমানঃ

আবু মুসা (রা) থেকে বর্নিত, **" .... আপনি اَلْمُقَدِّمُ(মুক্বাদ্দিম), আপনি اَلْمُؤَخِّرُ(মুওয়াখ্‌খির) এবং সকল বিষয়ের উপর আপনি ক্বাদি-র।"** (বুখারী হা. নং-৬৩৯৮ এবং মুসলিম হা.নং-২৭১৯)

৮৬। الحَكَمُ - **শ্রেষ্ঠ বিচারক।**

---

৮৬ তে বর্নিত নামটির প্রমানঃ

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

"আর আপনি অনুসরন করুন সেই ওয়াহীর যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয় এবং ধৈর্য্যধারন করুন যতক্ষন না আল্লাহ ফায়সালা করে দেন। আর তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বিচারক।" (সূরা, ইউনুস ১০ঃ১০৯)

আবু সুরি হানি বিন ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **“নিশ্চয়ই আল্লাহ হচেছন الْحَكَمُ (আল হাকাম) এবং তিনিই বিধান দানের অধিকারী...”** (আবু দাউদ হা/৪৯৫৫, আন্ নাসায়ী হা/৫৩৮৭)

৮৭। **اَلْقَابِضُ - রিযিক্ব সংযতকারী,**

৮৮। **اَلْبَاسِطُ - রিযিক্ব সম্প্রসারনকারী, প্রচুর রিযিক্ব মঞ্জুরকারী।**

---

৮৬ এবং ৮৭ তে বর্নিত নামগুলোর প্রমান-

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **“নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন, নির্ধারনকারী, اَلْقَابِضُ (রিযিক্ব সংযতকারী), اَلْبَاسِطُ (রিযক্ব সম্প্রসারনকারী) এবং রিযিক্বদাতা (ব্যবস্থাপক)।”** (আবু দাউদ, হা.নং-৩৪৫০, হাদীসটি সাহীহ)

৮৯। الرَّفِيقُ **- দয়াশীল এবং মার্জিত** (kind and lenient).

---

৮৯ তে বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আয়িশা (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, “একদল ইয়াহুদী রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দেখা করতে আসল, তারা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল, (যখন তারা প্রবেশ করল) তারা বলল, আস সামু ‘আলাইকুম বা আপনার মৃত্যূ হোক।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ তোমাদের মৃত্যূ দিক এবং তোমাদের উপর আল্লাহর লা’নত।’ রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **“হে আইশা! আল্লাহ হচ্ছেন ‘রফিক্ব’ (দয়াশীল এবং মার্জিত) এবং তিনি পছন্দ করেন একজন তার সকল ব্যাপারে দয়াশীল এবং মার্জিত হোক ..”** (বুখারী হা নং-৬৯২৭ এবং মুসলিম হা নং ২৫৯৩)

৯০। الْمُعْطِي **- সুমহান দাতা।**

---

৯০ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

মুওয়াবিয়া (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

“...নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন الْمُعْطِي (the Giver, দাতা) এবং আমি হচ্ছি আল্ ক্বাসিম..” (বুখারী হা নং ৩১১৬, মুসলিম হা নং ১০৩৭)

৯১। الْمَنَّانُ - মহাউপকারী, যিনি দানশীলতায় বদান্য ও উদার।

৯১ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্নিত, "এক ব্যক্তিকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনলেন, 'হে রাব্ব! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি কারন সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ব্যতীত আর কেউই ইবাদত যোগ্য নেই। আপনি এক এবং আপনার কোন শরীক নেই, আপনি **আল্ মান্নান...,** ' সুতরাং তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **সে আল্লাহর সবচেয়ে মহান নাম দ্বারা চেয়েছে, যা দ্বারা কিছু চাওয়া হলে তিনি দান করেন, যা দ্বারা আহ্বান করলে তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।**" (ইবনে মাজাহ হা নং ৩৮৫৮, হাসান সনদে)

৯২। السُّبُّوحُ - **সম্মানিত ও পরিপূর্ন, গৌরবময় ও মহিমান্বিত,** তিনি এমন সব কিছু থেকে উর্দ্ধে যা তাঁর সাথে সামঞ্জস্য নয়, তিনি সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি, অক্ষমতা এবং বান্দার মানবীয় গুনাবলী থেকে অনেক উর্দ্ধে।

৯২ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আয়িশা (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রুকু-সিজদা করতেন তখন সাধারনত পড়তেন, **"সুব্বুহ (গৌরবান্বিত), অতি পবিত্র, যিনি ফিরিশতা এবং রুহের প্রতিপালক ।"** (মুসলিম হা নং-৪৮৭)

৯৩। الشَّافِي - আরোগ্যদাতা, রোগমুক্তিকারী।

৯৩ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আয়িশা (রা) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিবারের কোন রোগাক্রান্তকে দেখতে গেলে নিজের ডানহাত রেগীর উপর বুলাতেন এবং বলতেন, **'হে আল্লাহ, মানুষের রাব্ব্! রোগ দূর করুন, রোগমুক্তি করুন, আপনি শাফিয়্য (আরোগ্যদাতা),... ..।"** (বুখারী হা-৫৭৪৩, মুসলিম হা-১২৯১)

৯৪। الْجَمِيلُ - **সুন্দরতম (Graceful, Beautiful)** যেভাবে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে মানানসই, নিশ্চয়ই মানুষের পক্ষে তার প্রকৃত উপলব্দি করা অসম্ভব।

৯৪ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **"... নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন জামি-ল (সুন্দর), তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন ।"** (মুসলিম, হা নং ৯১)

৯৫ । الحَيِيُّ **- মর্যাদাময় লজ্জাশীলতার অধিকারী,** রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে লজ্জাশীল হিসেবে বর্ননা করেছেন, আল্লাহর এ শিষ্টতা মানুষের বুঝের সাথে তুলনা করার মত নয়, কোন মানবীয় হৃদয় এর প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম নয় । যার শিষ্টতা হচ্ছে দয়াশীলতা, কল্যানকারিতা, উদারতা এবং মর্যাদাশীলতার ভিত্তিতে ।

---

৯৫ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

ইয়াহইয়া বিন উমাইয়া (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সমুন্নত, মহিমান্নিত, **আল হাইয়্যি** (লজ্জাশীল), **আস্-সিত্তি-র** (গোপনকারী) ।" (আবু দাউদ হা/৪০১২, আহমাদ ৪/২২৪, আন নাসায়ী হা/৪০৬, সাহীহ)

৯৬ । الجَوَادُ **- মহানুভব,উদার,** যিনি সবচেয়ে মহৎ, উদার, যার মহানুভবতা সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছে তার দানশীলতা এবং দয়ার সাথে । যিনি তার থেকে কখনই মুখ ফিরিয়ে নেন না, যে তাঁর নৈকট্য চায় ।

---

৯৬ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

তালহা বিন উবায়দিল্লাহ এবং ইবনে আব্বাস (রা) (উভয়) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **" নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন জাওয়াদ (মহানুভব) এবং তিনি উদারতাকে ভালবাসেন এবং তিনি ভালবাসেন ন্যায়নীতিকে এবং তিনি ঘৃনা করেন অনৈতিকতাকে ।"** (আল বায়হাক্বী শুওয়াবুল ঈমানে, সিলসিলাতুস সাহীহা, আলবানী কর্তৃক)

৯৭ । الطَّيِّبُ **- উত্তম, পবিত্র ।**

---

৯৭ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্নিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **"হে লোকেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাইয়্যেব (উত্তম, পবিত্র), তিন পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহন করেন না ।"** (মুসলিম, হা/১০১৫)

৯৮ । السَّيِّدُ **- প্রভু, মালিক,** বিশ্বগতের সার্বভৌমত্বের মালিক, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দাসত্বে আবদ্ধ । নিশ্চিতভাবে আল্লাহকে প্রয়োজন সমস্ত সৃষ্টির, কোন সৃষ্টিই স্বয়ংসম্পূর্ন নয় । যদি তিনি তাদের কে সৃষ্টি না করতেন, তাদের অস্তিত্ব থাকত না, সৃষ্টির পরে যদি তাদেরকে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ না করতেন তবে তারা টিকে থাকতে

পারত না। তিনি যদি তাদের সাহায্য না করেন, এমন কেউই নেই যে তাদের সাহায্য করতে পারে। সুতরাং তিনিই একমাত্র যোগ্য সমস্ত সৃষ্টি তাঁকে ডাকবে, **আস সাইয়্যিদ**।

---

৯৮ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

আবদুল্লাহ ইবনে সিখখির (রা) থেকে বর্নিত, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি আমাদের সাইয়্যিদ', রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "**আস সাইয়্যিদ (প্রভু, মালিক) হচ্ছেন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ।**" (আবু দাউদ হা/৪৮০৬, সাহীহ)

৯৯। الوِتْرُ - **যিনি এক**। (The One)

---

৯৯ এ বর্নিত নামটির প্রমানঃ

রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **"আল্লাহর ৯৯ টি নাম আছে; এক কম একশ, এবং যে এগুলোকে মুখস্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং আল্লাহ হচ্ছেন 'উইতর / বিতর' (এক) এবং তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন।"** (বুখারী হা/২৭৩৬ এবং মুসলিম হা/২৬৭৭)

[[*** প্রচলিত তালিকায় যেগুলো আল্লাহর নাম নয়-** আর রাশীদ, আয যাররু, আন নাফয়ি, আল মুহয়্যি, আল মুমি-ত, আল খা-ফিদ, আল আদলু ইত্যাদি যা কুরআন এবং সাহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমানিত নয়।]]

আল্লাহর নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের মৌলিক দাবী সমূহ

এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহর নামসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের মৌলিক দাবীসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ এই নয় যে শুধু মাত্র তোতাপাখির মত মুখস্ত করা, তাদের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ যারা এগুলো মুখস্ত করবে, এর অর্থ উপলব্দি করবে, এর প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযায়ী কথা বলবে ও কাজ করবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ঈমান তিনটি বিষয়ের নাম, অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বাক্ষ্য দেয়া এবং আমলে বাস্তবায়ন করা। আমরা এখানে আল্লাহর প্রতি ঈমানের এমন কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব যা বান্দার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী-

তিনিই আল্লাহ-

⇒ যিনি এক, একমাত্র, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।

⇒ যিনি প্রথম, শেষ, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, চিরসত্য ও সুন্দর।

⇒ যিনি অতি পবিত্র, যাবতীয় শরীক, প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্ধী, স্ত্রী-সন্তান, দূর্বলতা-আবিলতা, সকল ত্রুটি ও অপূর্নতা থেকে মুক্ত, পবিত্র, বহু উর্দ্ধে।

⇒ যিনি সর্বস্রষ্টা, উদ্ভবক, রূপদাতা, মহাস্রষ্টা ।

⇒ যিনি প্রভু, অধিপতি, মালিক, রাজাধিরাজ, সার্বভৌমত্বের অধিকারী ।

⇒ যিনি স্বয়ংসম্পূর্ন, অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী, প্রাচুর্যময়, সর্বসম্পদের মালিক, সবাই যার মুখাপেক্ষী ।

⇒ যিনি অসীম ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান, সব কিছু করতে সক্ষম, পরিপূর্ন কর্তৃত্বশীল, প্রবল প্রতাপান্বিত, মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রতাপশালী, প্রবল পরাক্রান্ত, অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয় ।

⇒ যিনি প্রশংসিত, মহা সম্মাান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান, মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ।

⇒ যিনি সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্নত, সুউচ্চ, সর্বোচ্চ, আরশে সমাসীন ।

⇒ যিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা, আল খাবি-র, সর্ব স্বাক্ষী, সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।

⇒ যিনি প্রতিপালক, মহা ব্যবস্থাপক, বিজয়দাতা, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষনকারী, শ্রেষ্ঠ রক্ষক, পরিবেষ্টনকারী, সর্বদা পর্যবেক্ষক, নিরাপত্তাদাতা, আইন/বিধান দাতা ।

⇒ যিনি অভিভাবকক, তত্ত্বাবধায়ক, কর্মবিধায়ক, যিনি যথেষ্ট সবার জন্য, সকল প্রয়োজন পূরনকারী, সাহায্যকারী, হিফাযতকারী ।

⇒ যিনি নির্ধারনকারী, রিযিক/জীবিকা দাতা, সংযত ও সম্প্রসারনকারী, অগ্রবর্তীকারী এবং পশ্চাদবর্তীকারী, আরোগ্যদাতা, রোগমুক্তিকারী ।

⇒ যিনি উত্তম ও পবিত্র, নিখুত, যাবতীয় যুলম থেকে মুক্ত ।

⇒ যিনি পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, পরম উপকারী, সবচেয়ে দয়াশীল, কৃপাময়, মহানুভব, সবচেয়ে মহৎ, উদার, দয়াশীল এবং মার্জিত ।

⇒ যিনি সুমহান দাতা, অত্যন্ত দয়ার্দ্র, অতিশয় প্রেমময়, পরম স্নেহশীল, যিনি সবচেয়ে ভালবাসার যোগ্য ।

⇒ যিনি পাপমোচনকারী, তাওবাহ কবুলকারী, ক্ষমাকারী, যিনি পাপসমূহ ঢেকে রাখেন ও গোপন রাখেন, পূন:পূন ক্ষমাকারী, পরম ক্ষমাশীল ।

⇒ যিনি সাহায্য প্রার্থনার একমাত্র যোগ্য, যিনি সবচেয়ে নিকটবর্তী, আহ্বানে সাড়াদানকারী, মর্যাদাময় লজ্জাশীলতার অধিকারী, মহান দাতা ।

⇒ পরম সহনশীল, সহিঞ্চু, পরমদাতা, মহান দানশীল ।

⇒ সকল কিছুর চুড়ান্ত এবং স্থায়ী মালিকানার অধিকারী, প্রকৃত উত্তরাধীকারী ।

⇒ উত্তম ফায়সালাকারী, হিসাবগ্রহনকারী, বিনিময় দানকারী, অতিশয় গুনগ্রাহী, সর্বদা গুনগ্রাহী এবং পুরষ্কারদাতা, শ্রেষ্ঠ বিচারক ।

⇒ যিনি একমাত্র ইবাদাত যোগ্য- **'আল ইলাহ'** ।

মুসলিম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য-

⇒ যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে নিজেকে তাঁর কাছে পরিপূর্ন ভাবে সমর্পন করে ।

⇒ যে আল্লাহর জন্য আন্তরিক, মৌখিক এবং শারিরিক সমস্ত ইবাদত নিবেদন করে, যার জন্য তিনি বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এটা বান্দার প্রতি তাঁর হাক্ক ।

⇒ যে কালিমাহ তথা আল্লাহর একত্ব এবং রাসুলের রিসালাতের স্বাক্ষ্য দেয় জেনে বুঝে, নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে, গ্রহন এবং আত্মসমর্পন সহকারে, সত্যবাদিতার সাথে, ইখলাস সহকারে, মুহাব্বাহ বা ভালবাসা সহকারে ।

⇒ যে ঈমান আনে তাঁর প্রতি, তাঁর রাসুলগন, কিতাবসমূহ, ফিরিশতাগন, আখিরাতের প্রতি এবং তাক্বদীর তথা তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ।

⇒ যে আল্লাহ ছাড়া যত তাগুত তথা বাতিল মাবুদ আছে যেমন, মুর্তি, গাছ, পাথর, কবর, মাযার যার ইবাদত করা হয়, আল্লাহ ব্যতীত যারা নিজেরা আইন দেয় এরূপ যাবতীয় মিথ্যা উপাস্যদের ইবাদত থেকে সম্পূর্ন রুপে দূরে থাকে ।

⇒ যে আল্লাহর জন্য বাতিল উপাস্যদের সাথে শত্রুতা করে, ঘৃনা করে, তাদের কে সম্পূর্নরূপে অস্বীকার করে, তাদেরকে তাকফীর করে তথা বাতিলের কুফরীর বিরুদ্ধে কথা বলে ।

⇒ যে আল্লাহর দেয়া দ্বীন ইসলামকে তার দ্বীন তথা পরিপূর্ন জীবন ব্যবস্থারূপে মেনে নেয়, যে পাঁচ ওয়াক্ত সলাহ আদায় করে এবং সামর্থবান হলে যাকাহ আদায় করে । সিয়াম, হাজ্জ, হিজরত, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধসহ আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ যা তিনি করতে বলেছেন তা করে এবং যা তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকে ।

⇒ যে আল্লাহর সাথে যাবতীয় অংশীদারিত্ব বা শিরক্ এবং কুফরী থেকে দুরে থাকে ।

⇒ যে সকল প্রকার মুনাফিক্বী থেকে দূরে থাকে ।

⇒ যে আল্লাহর কাছেই তার যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া নিবেদন করে, তাঁর কাছেই দোয়া করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে পীর-ফকির, মাজার-কবর, অলি-আউলিয়া কারও কাছে চায় না ।

⇒ যে দোয়া করার ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম নির্ধারন না করে আল ক্বরীব (সবচেয়ে নিকটবর্তী), আল মুজিব (সাড়াদানকারী) আল্লাহর নিকট সরাসরি দোয়া নিবেদন করে । বিপদে সে শুধু আল্লাহর কাছেই মুক্তি চায় ।

⇒ যে আল্লাহকেই ভয় করে, তাকেই ভাল-মন্দের মালিক মনে করে । তাঁর কাছেই সাহায্য চায়, আশ্রয় চায়, তাঁর কাছেই তাওবাহ করে, তাঁরই সামনে বিনয়ে বিগলিত হয়, আশা আকাংখা শুধু তাঁরই কাছে করে । যার আগ্রহ তথা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করা । এইসব ইবাদতগুলো সে আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য নিবেদন করে না ।

⇒ যে শুধু মাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করে, তাঁকে ছাড়া আরও কারও প্রতি ভরসা করে না ।

⇒ যে তার নাযর, মানত, যবাহ সহ যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদন করে এই ইবাদতগুলোসহ অন্য কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য নিবেদন করে না ।

⇒ যে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে আইন বিধান দাতা মানে না, তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানে বিচার-ফায়সালা চায় না। এক্ষেত্রে কোন সিষ্টেম, ব্যক্তি, পার্লামেন্ট কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করে না।

⇒ যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশের সামনে কোন কিছুকে প্রাধান্য দেয় না, কারও অন্ধ আনুগত্য করে না সে যেই হোক, বরং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আনুগত্য করে।

⇒ যে ইসলাম ছাড়া অন্যসব দ্বীন, ধর্ম, সিষ্টেম, ব্যবস্থা যেমন, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম তথা সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র সব কিছুকে বাতিল মনে করে, এগুলোকে পূর্নভাবে পরিত্যাগ করে।

⇒ যে বাতিল ব্যবস্থা গনতন্ত্রকে, এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহন এবং ভোটদেয়ার মত শির্কী কাজ থেকে দূরে থাকে। সে এই ব্যবস্থার আনুগত্য করে না।

⇒ যে যাদুমন্ত্র, তাবিজ-কবজ, রাশিফল, হাত গননা, শুভ-অশুভ সংকেত গ্রহন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, অন্য আইন মানা, অন্য আইনে বিচার চাওয়া, বাতিল সিষ্টেমে ভোট দেয়া, কারও কথার অন্ধ অনুকরন এমনকি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ জানার পরেও ইত্যাদি শির্কী ও কুফরীমূলক কাজকে সম্পূর্নরূপে পরিত্যাগ করে।

⇒ যে বাতিল মা'বুদদের উপাসনাকারী কাফির মুশরিকদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব রাখে না, তাদের জন্য অন্তরে কোন ভালবাসা রাখে না সে যেই হোক বরং ঘৃনা করে, সত্যের দিকে আহ্বান করার পরও যদি তারা বাতিলে অটল থাকে, দ্বীনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয় তবে তাদের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতার ঘোষনা দেয়, দুশমনি করে এবং তাদেরকে কাফের বলে ঘোষনা দেয়।

⇒ যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, তার নিজের জীবন, মাতা, পিতা, স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ, ব্যবসা বানিজ্য, বাসস্থান, গোত্র-গোষ্ঠী সব কিছুর চেয়ে আল্লাহকে ভালবাসে, এবং তাঁর জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে।

⇒ যে আল্লাহর জন্য তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার নিজের জীবন এবং অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসে।

⇒ যে আল্লাহর ভালবাসায় আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তথা সমস্ত মুসলিমদের ভালবাসে, তাদের কল্যান চায় যেমন সে নিজের কল্যান চায়, তাদের বিপদাপেদে তাদের পাশে থাকে, তাদেরকে সাহায্য করে।

⇒ যে আল্লাহর ভালবাসার জন্যই আল্লাহর শত্রুদের সাথে তথা কাফের মুশরিকদের সাথে শত্রুতা, ঘৃনা, দুশমনি করে। তাদেরকে কোন ভাবেই অনুসরন করে না।

⇒ যে আল্লাহর ভালবাসার জন্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করে না, কারন তা হচ্ছে কুফরী, যা ইসলামকে ভঙ্গ করে দেয়।

⇒ যে সমস্ত প্রকারের ইবাদত যেমন- ভয়, আশা, স্মরণ, আবেদন, ভালবাসা ও আত্মসমর্পন, সাহায্য ও আরোগ্য, অনুরোধ, নির্ভরতা, উৎসর্গ, সিজদাসহ যাবতীয় ইবাদাহ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, অন্য কারও জন্য নয় ।

⇒ যে ভয়ে বা আশংকায় কাফেরদের দ্বীনের সাথে আপোষ করে না, নিজেকে তাদের কুফরীর সাথে মানিয়ে নেয় না ।

⇒ যে ইসলাম বিধ্বংসী কারনগুলো থেকে দূরে থাকে, যা একজন ব্যক্তিকে মুসলিম থেকে কাফের, মুশরিকে পরিনত করে দেয়, আর সেগুলো হচ্ছে, # শিরক করা, # আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে মাধ্যম ঠিক করা, # মুশরিকদের কাফের মনে না করা বা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করা, # ইসলামের কোন বিষয় তা যত ছোটই হোক তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, # যাদু করা, # মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা, # আল্লাহর মত কাউকে ভালবাসা বা আনদাদ(সমকক্ষ) বানানো, # নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধানকে প্রাধান্য দেয়া, # আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ হওয়া ।

⇒ যে আল্লাহর দ্বীনকে তার অন্য বিষয়ের চেয়ে প্রাধান্য দেয়, এই দ্বীনকে, আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য সে সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ।

কিছু নাসীহা-

জেনে রাখুন এই দ্বীনকে যদি আপনি এই ভাবে গ্রহন করেন, তবে আপনি সবচেয়ে কল্যানকে গ্রহন করলেন, নিজের সবচেয়ে বড় উপকার করলেন, যা আপনার জন্য সমস্ত দুনিয়া পেয়ে যাওয়ার চেয়েও উত্তম । এই দ্বীনকে এভাবে গ্রহন করে আপনি আল্লাহর উপকার করলেন না, কিংবা তাঁর দ্বীনের, বরং নিজের উপকার করলেন । আপনি নিজেকে সমস্ত সৃষ্টির দাসত্ব, আপনার নিজের নাফস বা হাওয়ার দাসত্ব থেকে আল্লাহ দাসত্বে নিয়োজিত করলেন, নিজেকে মর্যাদার আসনে নিয়ে আসলেন, যার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । আপনার প্রতি আল্লাহর হাক্ক হচ্ছে আপনি এককভাবে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করেবেন, কোন প্রকার শরীক বিহীন ভাবে, কারন একমাত্র তিনিই বিনিময়দাতা, হিসাবগ্রহনকারী, একমাত্র ইবাদতযোগ্য ইলাহ ।

আপনি যদি আল্লাহর জন্য এভাবে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করেন তাহলে আপনার জন্য আছে এমন জান্নাত, যা চিরস্থায়ী, যার তলদেশে ঝরনা দ্বারা প্রবাহিত, যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা, রোগ, শোক কিছুই নেই, শুধুই সুখ আর সুখ, মন যা চাইবে তা পাওয়া যাবে, উত্তম খাবার, উত্তম বাসস্থান, উত্তম সঙ্গি, চির যৌবন, ছায়া যুক্ত আরাম দায়ক স্থান, শুধুই নিয়ামত আর নিয়ামত যা কখনই শেষ হবার নয়, সর্ব নিম্ন জান্নাতী মালিক হবে এই পৃথিবীর দশটির সমান জান্নাতের অধিকারী, এতই নিয়ামত যা কোন চোখ কখনও দেখে নি, কোন কান কখনও শুনেনি, কোন হৃদয় কখনও কল্পনা করতে পারে নি । আপনি কি চান না, সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে যেতে । তাহলে শুনে রাখুন জান্নাতে কোন অপবিত্র ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যে শিরক করে তার জন্য জান্নাত হারাম, যে পাপাচারে লিপ্ত হয় যতক্ষন না তার এই পাপ ক্ষমা করা হয়

কিংবা তার জন্য শাস্তি ভোগ করে ততক্ষন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুতরাং এখনই সময় তাওবাহ করার, ফিরে আসার, নিজেকে সংশোধন করার, পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীনে পূর্নভাবে দাখিল হওয়ার। জেনে রাখুন, এত বড় নিয়ামত জান্নাতে যাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু না কিছু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

অপরদিকে জাহান্নাম! অত্যন্ত ভয়ংকর জায়গা এই জাহান্নাম, যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, নির্মম হৃদয় ফিরিশতারা, যার আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ৭০ গুন বেশী তাপদাহ, যা মানুষের অন্তর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে, যেখানে মরবেও না বাচবেও না, মৃত্যূকে ডাকবে কিন্তু মৃত্যূ আসবে না, খাদ্য হবে কাটা ও বিষযুক্ত জাক্কুম যা ক্ষুদাও মিটাবে না, পুষ্টি ও দিবে না, শুধু যন্ত্রনা ও কষ্টকেই বৃদ্ধি করবে, পানীয় হবে ফুটন্ত পানি, পুঁজ যা নাড়িভুরিকে বের করে দিবে, সবেচয়ে কম লেভেলের শাস্তি হচ্ছে একজোড়া জুতা পড়ানো হবে যাতে ঐ ব্যক্তির মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে চিরদিন, অসহ্য এবং অবর্ননীয় এ কষ্ট।

মনে রাখবেন এ দুনিয়ার জীবনে জান্নাতের পথকে কষ্ট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, এ পথে পরীক্ষীত হতে হয়, অপরদিতে জাহান্নামের পথ, এ দুনিয়ায় অনেক লোভনীয় জিনিসে পূর্ন। সুতরাং দুনিয়ায় এ স্বল্প কালীন জীবনে যদি আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, তবে আপনার জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অপেক্ষা করছে, আর যদি আপনি নফসের অনুসরন করেন, আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন জাহান্নাম ছাড়া আর কি গতি। সুতরাং এখনই সময় পথ বেছে নেয়ার...জান্নাতের পথ ইসলাম...নাকি জাহান্নামের পথ নফস এবং বাতিল দ্বীনের অনুসরন।

আরও জেনে রাখবেন, দুনিয়ায় বর্তমানে যে ইসলাম আছে তা দুই ধরনের এক, অনেক কাট ছাট করে মনমত প্রচলিত ইসলাম আর দুই, হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম যা আল্লাহ তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে পরিপূর্ন করেছেন। আপনি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন এই হচ্ছে প্রকৃত দিন যার ব্যাপারে খুবই সংক্ষেপে আমরা উপরে ইংগিত করেছি, যার জন্য নবীরা এবং তাদের প্রকৃত অনুসারীরা পরীক্ষীত হয়েছিলেন।

এই হচ্ছে সেই দ্বীন যার জন্য নাবী ইবরাহীম (আ) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, উযাইর (আ) কে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিল, অনেক নাবীদের হত্যা করা হয়েছিল, অনেককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এই হচ্ছে সেই দ্বীন যে পথে সূরা বুরুজে বর্নিত বালককে শুলিতে চড়িয়ে তীর মেরে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর অনুসারী আল্লাহর প্রতি ঈমানদারদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের কে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছিল, উনার মাথায় উটের নাড়ি ভুরি চাপিয়ে দিয়েছিল, তায়েফে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছিল, শিয়াবে আবু তালেবে তিন বৎসর অবরোধ করে রাখা হয়েছিল, বিলাল (রা) কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শুইয়ে পাথর চাপা দিয়ে অনেক নির্যাতন করা হয়েছিল যাতে তার পিঠে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল, ইয়াসার এবং তার স্ত্রী সুমাইয়া (রা) কে নির্যাতন করতে করতে শাহীদ করে দেয়া হয়েছিল, সাহাবাদেরকে প্রথমে নির্যাতনের কারনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে হয়েছিল, অবশেষে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, অবশেষে প্রিয় জন্মভূমি মক্কাকে ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল ।

এই হচ্ছে কিছু বর্ননা যা আপনার হৃদয় খুলে দেয়ার জন্য যে প্রকৃত ইসলামের পথে কি ধরনের বাধা-বিপত্তি আসে । কিন্তু জেনে রাখবেন প্রকৃত ঈমানদাররা দমেও যায়নি, হেরেও যায়নি, আল্লাহ তাদেরকে এইপথে টিকিয়ে রেখেছিলেন, পরিশেষে তারা চির সফল হয়ে গেছেন । আপনি আরও জেনে রাখবেন এই পথে ফিরাউন এবং তার দোসররা তথা নেতা-নেতৃরা খুশি হতে পারে না । তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে, তাদের বাহিনীদের লেলিয়ে দেয় । কিন্ত জেনে রাখবেন, শুভ পরিনাম মুত্তক্বীদের জন্য । পরিশেষে আপনার জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত ছোট একটি সূরা -

وَٱلْعَصْرِ- إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ- إِلاَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ **"আছরের (সময়ের) কসম, নিশ্চয়ই মানুষতো রয়েছে ভীষন ক্ষতির মধ্যে । কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে, আমলে সলেহ (নেক আমল) করে এবং পরস্পরকে হাক্বের (সত্যের) উপদেশ দেয় এবং সাবরের ধৈর্য্যের) উপদেশ দিয়েছে ।"** (সূরা, আছর ১০৩ঃ১-৩)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার নিয়ামতে সৎকার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে ।